দিন-৮

১। **শিরোনাম : শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি**

২। **মূলভাব :**

৩। **মোট সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

৪। **শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) ইন্টারনেট কী ও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিতে এর ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে।
(খ) ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট খুঁজে বের করতে পারবে।
(গ) ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় ইমেজ ডাউনলোড করতে পারবে।
(ঘ) ইউটিউব থেকে বিষয় সংশ্লিষ্ট ভিডিও ক্লিপ খুঁজে বের করতে ও ডাউনলোড করতে পারবে।
(ঙ) মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট কী জেনে একটি পাওয়ারপয়েন্ট ফাইল খুলতে পারবে।

৫। **প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল:** আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ

৬। **উপকরণ:** কম্পিউটার, প্রজেক্টর, হোয়াইট বোর্ড,হ্যান্ড-আউট/ তথ্যপুস্তক, পোস্টার, মার্কার, হাই-লাইটার

৭। **অধিবেশনের বিবরণ**

কাজ-৫ : ইন্টারনেট পরিচিতি ও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিতে এর ব্যবহার **সময়:** ১০ মিনিট

- সহায়ক ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ইন্টারনেট সম্পর্কে জ্ঞান যাচাই করবেন।
- তাদের উত্তরের ভিত্তিতে ইন্টারনেট কী এবং ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিতে এর ব্যবহার আলোচনা করবেন। করবেন।

কাজ-২ : ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট খুঁজে বের করা **সময়:** ২০ মিনিট

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন জিজ্ঞেস করবেন। এরপর তাদের কাছে জানতে চাইবেন যে ইন্টারনেটে প্রয়োজনীয় তথ্য খোঁজার জন্য কী করতে হয়।
- এ পর্যায়ে তিনি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন এমন অংশগ্রহণকারীকে এর ব্যবহার করতে পারেন না এমন অংশগ্রহণকারীর সাথে জোড়া করে দিন।
- সবাইকে গুগল ওয়েবসাইটি খুলতে বলবেন। গুগল যে একটি সার্চ ইঞ্জিন এবং এর সাহায্যে কিভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান করা যায় তা দেখিয়ে দিন।
- কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় দিয়ে তাদের সে বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করতে বলুন।
- এছাড়াও তাদের গুগলের সাহায্যে কিছু শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট খুঁজে বের করে দেখান।

কাজ-৩ : ইন্টারনেট থেকে ইমেজ ডাউনলোড করা **সময়: ২০ মিনিট**

- সহায়ক প্রজেক্টরে অংশগ্রহণকারীদের গুগলের সাহয্যে যেকোন বিষয়ের উপর ছবি খুঁজে বের করা দেখিয়ে দিবেনএবং এর নিয়মগুলো সাথে সাথে আলোচনা করবেন।
- সেইসাথে তিনি ঐ ছবি কম্পিউটারে সেভ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিবেন যাতে পরবর্তীতে সেগুলো ব্যবহার করা যায়।
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের কোন একটি বিষয়ের উপর ছবি ডাউনলোড করে কম্পিউটারে সেভ করতে বলবেন।

কাজ-৪ : থেকে বিষয়-সংশ্লিষ্ট ভিডিও ক্লিপ খুঁজে বের করা ও ডাউনলোড করা **সময়: ২০ মিনিট**

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ইন্টারনেটে ইউটিউব ওয়েবসাইট খুলতে বলবেন
- প্রজেক্টরে ইউটিউবে কোন বিষয়-সংশ্লিষ্ট ভিডিও খোঁজার উপায় দেখিয়ে দিবেন।
- ইউটিউব ভিডিও ডাউনলোডের সফটওয়্যারের সাহায্যে ইউটিউব খেকে ভিডিও ডাউনলোডের পদ্ধতি দেখিয়ে দিবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের পুরো প্রক্রিয়াটি আবার নিজে নিজে করতে বলবেন এবং সহায়ক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। এক্ষেত্রে যেসব অংশগ্রহণকারীরা বিষয়টি ভালভাবে জানে তারা যারা কম জানে তাদের সহায়তা করবেন।

কাজ-৫ : মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট পরিচিতি ও ফাইল খোলা **সময়: ২০ মিনিট**

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরপ্রজেক্টরে মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্টের ওপেন করা দেখিয়ে দিবেন এবং অংশ-গ্রহণকারীরা সাথে সাথে নিজ নিজ কম্পিউটার ওপেন করবেন।
- এ সময় সহায়কডিজিটাল কনটেন্ট উপস্থাপনে মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্টের ব্যবহার সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।
- মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্টের বিভিন্ন অংশের নাম ও এদের ব্যবহারের সাথে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করিয়ে দিবেন।
- মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্টের ফাইল সেভ করার নিয়ম শিখিয়ে দিবেন।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে একটি করে ফাইল তৈরি করে সেভ করে রাখতে বলুন যা এর পরের

৮। মূল্যায়ন **সময়: ০৫ মিনিট**

নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে সহায়ক অধিবেশন মূল্যায়ন করবেন-

* ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিতে ইন্টারনেটের ১টি ব্যবহার বলুন।
* শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট কী ?
* ইন্টারনেট থেকে ইমেজ ডাউনলোড করার একটি প্রক্রিয়া উল্লেখ করুন।

৯. স্বঅনুচিন্তন:

✓ অধিবেশনটি অংশগ্রহণমূলক ছিল কিনা?
✓ অর্জন উপযোগী যোগ্যত্যাগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা?
✓ অধিবেশনটি অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে আরও কী কী করা যেতে পারে বলে মনে করেন।

দিন-৮

১। **শিরোনাম : সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ধারণা ও ক্ষেত্রসমূহ।**

২। **মূলভাব :** প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতা ও উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা। উক্ত লক্ষ্যে পৌছার জন্য শিক্ষাক্রমের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে সমস্ত কার্যক্রম তাকে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বলা হল। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় কেবলমাত্র শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের প্রতিই লক্ষ রাখা হতো। মনে করা হতো, শিশুর জ্ঞান কেবলই পাঠ্যপুস্তক নির্ভর এবং পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করেই শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটবে। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বা জ্ঞানের বিকাশের দ্বারা শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। বৌদ্ধিক বিকাশ ছাড়াও শিক্ষার্থীর জীবনে দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কতিক বিকাশ এ সবই সর্বাঙ্গীন জীবন বিকাশের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীর জীবনে এ সকল দিকের বিকাশ হবে বিদ্যালয়ে সার্থক জীবন যাপনের মাধ্যমে। এ বিকাশ যেন সমানভাবে হয় তার ব্যাপক আয়োজন থাকতে হবে বিদ্যালয়ে। তাই বর্তমানে নানারকম কার্যাবলি যেমন খেলাধূলা, ছবি আঁকা, গান করা, অভিনয় করা, নাচ, বিতর্ক, ভ্রমণ, বিজ্ঞান মেলার আয়োজন ইত্যাদি বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩। **সময় :** ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

৪। **শিখনফল :** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

(ক) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

(খ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে পিটিআই উপযোগী কার্যাবলি নির্ধারণ ও পরিচালনা করতে পারবেন।

৫। **পদ্ধতি/কৌশল :** প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, প্লেনারি আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন, মিলকরণ

৬। **সহায়ক সামগ্রী :** পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র, মাল্টিমিডিয়া

৭। **অধিবেশনের বিবরণ**

কাজ-১ : সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ধারণা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য। **সময়:** ৩০ মিনিট

- সজীবকরণঃ গান/কৌতুক/ধাধা ইত্যাদির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সজীব ও মনযোগী করার ব্যবস্থা নিন।
- অংশগ্রহণকারীদের নিকট নিচের প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করুন।
  - * শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি কী?
  - * সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি কী?
  - * শিক্ষাক্রমিক এবং সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য কী?
  - * সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য কী?
- অংশগ্রহণকারীদের জবাব শোনার পর উপরোক্ত বিষয় বস্তুর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- এবার সবাইকে সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্র বিতরণ করুন। অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় পাঠের পর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু স্পষ্ট করুন।

কাজ-২ : সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে পিটিআই উপযোগী কার্যক্রম নির্ধারণ ও পরিচালনা। **সময়:** ৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীর নিকট নিচের প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করুনঃ
  - * সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ক্ষেত্রসমূহ কী কী?
  - * ক্ষেত্রসমূহের বিপরীতে উপযোগী সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সমূহ কী কী?
  - * পিটিআই উপযোগী সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমগুলো কী কী?
- অংশগ্রহণকারীদের জবাব শোনার পর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- এবার সবাইকে সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্র বিতরণ করুন। অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় পাঠের পর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পিটিআই উপযোগী সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিসমূহ নির্ধারণ করে একজন অংশগ্রহণকারীকে বোর্ডে লিখতে সহায়তা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে বিভাজন করুন। প্রত্যেক দলকে নিচের শিরোনামভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করুন।

  ১নং দলঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কাজ
  ২নং দলঃ সামাজিক কাজ
  ৩নং দলঃ শরীর চর্চা
  ৪নং দলঃ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
  ৫নং দলঃ চারু ও কারুকলা, হোস্টেলে/ আন্তঃকক্ষ খেলাধুলা ও মেস নাইট

- প্রতিদলে আলোচনা করে তথ্যপত্র অনুসরণে প্রদত্ত কার্যক্রম পরিচালনার করণীয় সম্পর্কে পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করতে সহায়তা দিন।
- অতঃপর দলভিত্তিক উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য দলের মতামত নিয়ে কাজটি শেষ করুন।

৮। মূল্যায়নঃ ৫ মিনিট

- নিচে প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে অংশ গ্রহণকারীদের ধারণা যাচাইয়ের জন্য উত্তর আহবান করুন।
  - * সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ক্ষেত্রসমূহ কী কী?
  - * পিটিআইএ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি দরকার কেন?

৯। স্ব-অনুচিন্তনঃ

(ক) অংশগ্রহণকারীদের নিকট বিষয়বস্তু অর্থপূর্ণ করার জন্য আর কী কী করা যেত?

(খ) শিখনফল অর্জনে অনুসৃত কাজ যথেষ্ট ছিল কি? না থাকলে নতুন কী কাজ করা যেতে পারে চিন্তা করুন।

দিন-৮

১। শিরোনাম : সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মূলনীতি ও মূল্যায়ন।

২। মূলভাবঃ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ প্রতিনিয়ত নানা বিষয়ে নানাভাবে শিক্ষালাভ করলেও সব শিখন দক্ষতায় পরিণত হয় না। মানুষের শিখন যখন দক্ষতায় পরিণত হয় এবং তা উন্নয়নের কাজে লাগে তখন মানুষ সম্পদে পরিণত হয়। এজন্য বর্তমান উত্তরাধিকার যুগে মানব সম্পদকেই ধরা হয় সবচেয়ে মূল্যবান পুঁজি (ঐঁসধহ ঈধঢ়রঃধষ) আর এই মানব সম্পদকে মানব পুঁজিতে রূপান্তর করার উপায় হল যুগোপযোগী সর্বতোমুখী শিক্ষা। শিক্ষাকে সূতিকাগার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সাথে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যবলির চর্চা বাধ্যতামূলক কাজ হিসাবে কার্যকর করা জরুরী হয়ে পড়েছে। সেজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে দক্ষ, যোগ্য এবং মানবিক গুণসম্পন্ন করার লক্ষ্যে ডিপিএড কোর্সে নানাবিধ সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।আর এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে আটসাঁট প্রশিক্ষণ পরিচালনার উপযোগী পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনা এখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তেমনি গড়ে ওঠেনি মূলনীতির আলোকে কার্যক্রম পরিচালনার সংস্কৃতি। মূলতঃ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সম্পূরক হিসাবে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি চর্চার পাশাপাশি মূল্যায়ন পদ্ধতি ও সংস্কার জরুরী হয়ে পড়েছে। কেননা মূল্যায়নের যথাযর্থতা এবং নির্ভর যোগ্যতার উপর কার্যক্রম বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই বাংলাদেশের পিটিআইসমূহকে যুগোপযোগী করতে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার সাথে জড়িত সংগঠককে এ বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা দরকার।

৩। সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

৪। শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

(ক) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

(খ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি মূল্যায়ণে সংগঠকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

৫। পদ্ধতি/কৌশল : প্রশ্নোত্তর আলোচনা, প্রদর্শন, পর্যক্ষেণ, প্লেনারি আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন, মিলকরণ।

৬। সহায়ক সামগ্রী : পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র, মাল্টিমিডিয়া।

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১ : সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনায় অনুসরনীয় মূলনীতি। **সময়:** ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট নিচের প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করুন।
  - * মূলনীতি বলতে কী বুঝায়?
  - * কার্যক্রম পরিচালনায় মূলনীতি দরকার কেন? ব্রেইন স্টমিং এর সুযোগ দিন এবং কয়েকজনের নিকট থেকে উত্তর নিয়ে বোর্ডে লিখুন।
  - * সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মূলনীতিগুলো কী কী হতে পারে?
- অংশগ্রহণকারীদের জবাব শোনার পর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- এবার সবাইকে সংশ্লিষ্ট তথ্য পত্র বিতরণ করুন। অংশ গ্রহণকারীদের জোড়ায় পাঠের পর নীতিমালা সম্বলিত স্লাইড উপস্থাপনের পাশাপাশি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু স্পষ্ট করুন।

কাজ-২ : সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি মূল্যায়ন। **সময়:** ৫০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের নিকট নিচের প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করুন।
  - সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি মূল্যায়নে বর্তমানে পিটিআইতে কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়? উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বলতে সহায়তা দিন। একজনকে বোর্ডে লিখতে বলুন।
  - অনুসরণীয় পদ্ধতি/কৌশল যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য কী? প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যাসহ বিষয়বস্তু উপলব্ধিতে সহায়তা দিন।
  - সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মূল্যায়ন নির্ভরযোগ্য করতে কী করা যেতে পারে? প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে একটি যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন কৌশল বাস্তবায়নে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট তৈরির জন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হউন।
- মূল্যায়ন চেকলিস্ট তৈরিতে অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫টি দলে বিভক্ত করুন।
- প্রতিদলকে তথ্যপত্রের নমুনা চেকলিস্ট প্রদান করুন। নমুনা চেকলিস্ট অনুসরণে প্রত্যেক দলকে অনুরূপ একটি পরিমার্জিত চেকলিস্ট তৈরি করতে দিয়ে ঘুরে ঘুরে অংশগ্রহণকারীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং সহায়তা দিন।
- দলভিত্তিক উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্যদলের মতামত নিন।
- প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে একটি পরিমার্জিত চেকলিস্ট তৈরি করুন এবং এ সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করে কাজটি শেষ করুন।

৮। মূল্যায়নঃ নিচের প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাইয়ের জন্য উত্তর আহবান করুন। ৫মিনিট

* সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি মূল্যায়নে পিটিআই-এর সীমাবদ্ধতা কী কী?
* সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মূল্যায়নে সংগঠক দায়িত্ব প্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টরের করণীয় কী কী?
* মূলনীতি/ নীতিমালা অনুসরণ ব্যতীত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার প্রভাব কী হতে পারে?
* সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার ৫টি নীতিমালা বলুন।

৯। স্ব-অনুচিন্তনঃ

(ক) অধিবেশনটিতে অনুসৃত কৌশল ও পদ্ধতি যথার্থ ছিল বলে মনে করেন কী?

(খ) অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত শিখনফল অর্জিত হয়েছে কী?

(গ) দলীয় কাজে সবাই অংশগ্রহণ করেছেন কী?

দিন-৯

১। শিরোনাম : পিটিআই প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও উদ্দেশ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এর ভূমিকা।

২। মূলভাব : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে শিক্ষণ কার্যক্রমে যথাযথ অবদান রাখতে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ প্রদানের এ কাজটি যে প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করছে সেটি হল প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সংক্ষেপে পিটিআই।১৯৫১ সাল থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমান পর্যন্ত দেশে ৫৯টি (বেসরকারিসহ) পিটিআই স্থাপন করা হয়েছে। প্রচলিত সি-ইন-এড কোর্সটি নানা কারণে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের চাহিদা পূরণে বেশ প্রশ্নের সম্মূখীন হচ্ছিল বিধায় গঠনবাদী শিক্ষা দর্শন ও অনুচিন্তনশীল শিক্ষণ মডেল এর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে শিক্ষক শিক্ষার বর্তমান ফ্রেম ওয়ার্ক তথা ডিপিএড কোর্স। ডিপিএড কোর্সটি শিক্ষক শিক্ষার একটি অনন্য মডেল হিসাবে প্রনয়ন করা হয়েছে। সি-ইন-এড কোর্স থেকে এ কোর্সটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মূলত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের শিক্ষকমান অর্জনে শ্রেণিকার্যক্রমের উপর জোর দেয়া হয়েছে।পিটিআই এর শ্রেণিকার্যক্রম ছাড়াও এর সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের মানোন্নয়নে পিটিআইকে বহুবিধ কাজ করতে হয়। স্পল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালনা, শিক্ষা নির্দেশনা প্রদান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ এবং ইউআরসি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গতি প্রকৃতিকে সঠিক পথ নির্দেশ করে ত্রুটিপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু শৃঙ্খলের আবর্তে পরিচালিত করতে পিটিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩। সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল :এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) পিটিআই প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পিটিআই এর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫। পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা, একক, জোড়া ও দলীয় কাজ, মার্কেট প্লেস, প্লেনারী আলোচনা।

৬। সহায়ক সামগ্রী : মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপচার্ট/ বোর্ড, পোস্টার পেপার, তথ্য পত্র, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার।

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১ : পিটিআই প্রতিষ্ঠার পটভূমি । **সময়:** ২০ মিনিট

- পিটিআই এর বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে প্রশ্ন করুন- পিটিআই প্রতিষ্ঠার পটভূমি কী? অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চেয়ে আলোচনার সূত্রপাত করুন। অংশগ্রহণকারীদের তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে উৎসাহিত করুন।
- সংশ্লিষ্ট তথ্য পত্র উপস্থাপন করে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এতদবিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সমৃদ্ধ করে কাজটি শেষ করুন।

কাজ-২ : পিটিআই প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। **সময়:** ১৫ মিনিট

- পিটিআই প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বলে নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নকরুন- পিটিআই প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী?
- একাকী চিন্তা ও জোড়ায় আলোচনা করে অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন এবং একজন অংশগ্রহণকারীকে বোর্ডে লিখতে বলুন।
- তথ্যপত্র উপস্থাপন করে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে কী না জেনে নিন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা দিন।

কাজ-৩ : প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পিটিআই এর ভূমিকা। **সময়:** ৫০ মিনিট

- মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পিটিআই এর ভূমিকা সম্বলিত তথ্যপত্র উপস্থাপন করুন।
- উপস্থাপনের মাধ্যমে মানোন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে সহায়তা দিন। একাকী চিন্তা ও পাশাপাশি আলোচনা করে অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন এবং একজন অংশগ্রহণকারীকে বোর্ডে লিখতে বলুন। অতঃপর পিটিআই এর আওতাভূক্ত একাডেমিক ক্ষেত্র গুলোর শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের কার্যধারাসমূহ বাস্তবায়নে পিটিআই এর ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে ধারণা সমৃদ্ধ করুন।
- অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের বিপরীতে প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে বিভাজন করুন। প্রত্যেক দলকে প্রাপ্ত ক্ষেত্রের বিপরীতে কার্যতালিকা প্রনয়ণ করে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কাজটি শেষ করুন।

৮। মূল্যায়নঃ **সময় :** ৫ মিনিট

* প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পিটিআই এর গুরুত্ব/তাৎপর্য কী?
* প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে পিটিআই এর সক্ষমতা বিশ্লেষণ করুন।

৯। স্ব-অনুচিন্তনঃ

(ক) অংশগ্রহণকারীর শিখনফল অর্জন কতটুকু সার্থক হয়েছে?

(খ) অধিবেশনটি অংশগ্রহণমূলক হয়েছে কী?

(গ) অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথ হয়েছে কী?

দিন-৯

১। শিরোনাম : পিটিআই এর কর্মপরিধি এবং কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২। মূলভাব : মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা আগামী দিনের দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার প্রথম এবং প্রধান সোপান। আর সে সোপান নির্মানের প্রধান কারিগর হচ্ছে প্রশিক্ষিত যোগ্য শিক্ষক মণ্ডলী। প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রশিক্ষণার্থীদের শুধুমাত্র পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রশিক্ষণই দেয়া হয় না এর পাশাপাশি বিভিন্ন সহ পাঠক্রমিক কাজের চর্চা করানো হয় যা তাঁদের সৃজনশীল সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে নেপথ্যের শক্তি হিসাবে কাজ করে। একজন শিক্ষক শিখন শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রকৃত এবং সামগ্রিক ধারণা লাভ করলেই কেবল তা নিজস্ব শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে আগ্রহী ও সক্ষক হবেন। সে প্রত্যাশা পূরণে শিক্ষার্থীদের পিটিআইতে এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে যে নানা কর্মযজ্ঞের ভিতর দিয়ে শিখন অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয় তা যেমনি বৈচিত্রপূর্ণ তেমনি বিস্তৃত।যোগ্য, মানসম্পন্ন ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে চৌকস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পিটিআই এর কর্ম পরিধি ব্যাপক।প্রত্যেক পিটিআই-এ বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন। পিটিআইয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থেকে সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

৩। সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

৪। শিখনফল :এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) পিটিআই এর কর্মপরিধি ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

(খ) পিটিআই এর কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে।

৫। পদ্ধতি/কৌশল : ব্রেইন স্টমিং, আলোচনা, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, একক ও দলীয় কাজ।

৬। সহায়ক সামগ্রী : ভিপকার্ড, পোস্টার পেপার, তথ্যপত্র, মাল্টিমিডিয়া

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১ : পিটিআই এর কর্মপরিধি ও কার্যক্রম। **সময়:** ৩০ মিনিট

- মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পিটিআই এর কর্মপরিধি ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্র উপস্থাপন করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে বিভক্ত করে পিটিআই এর সম্পাদিত কাজের তালিকা প্রণয়ন ও শ্রেণিকরণ করে উপস্থপন করতে বলুন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কাজটি শেষ করুন।

কাজ-২ : পিটিআই এর কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য **সময়:** ৪০ মিনিট

- পিটিআই এর কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বলিত তথ্যপত্র অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করে একাকী পড়তে দিন।
- পড়া শেষ হলে জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।
- উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

- অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে বিভক্ত করে প্রতি দলকে তথ্যপত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিচের শিরোনামে শ্রেণিবিন্যাস করতে বলুন।

    ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত
    খ. একাডেমিক তত্ত্বাবধান
    গ. ব্যবস্থাপনা
    ঘ. আর্থিক
    ঙ. মূল্যায়ন

- প্রতি দলে আলোচনা করে শিরোনামভিত্তিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো লিখতে বলুন ও সহায়তা করুন।
- সকল দলের প্রতিবেদন কক্ষের মাঝামাঝি মেঝেতে মার্কেট প্লেস করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবেদনকে অনুসন্ধান করতে বলুন।
- কোনো দলের প্রশ্ন থাকলে বা অসঙ্গতি থাকলে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা বা নিজে পরিমার্জিত করতে এবং শ্রেণিকরণে সঠিকতা আনয়নে সহায়তা দিন।
- প্লেনারি আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা অনুযায়ী কোনো দায়িত্বের অধিকতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করুন।
- বিশ্লেষণ শেষে উপরোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিপরীতে পূর্বের বিভাজনকৃত দলে কাজ করতে দিয়ে ইন্সট্রাক্টরগণের করণীয় কাজের তালিকা তৈরি করতে নির্দেশনা প্রদান করুন।
- দলগতকাজ শেষ হলে প্রতি দলকে তাদের প্রণীত তালিকা সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্যদল থেকে সুপারিশ থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করে কাজ শেষ করুন।

৮। মূল্যায়নঃ **সময় :** ০৫ মিনিট

* পিটিআই এর কর্মপরিধিগুলো কী কী?
* পিটিআই এর কর্মপরিধিগুলোর বিপরীতে ইন্সট্রাক্টরগণ সচরাচর কোন কোন কাজ করে/আবার কোন কোন কাজ করে না? কেন করতে পারে না?
* ইন্সট্রাক্টরগণের সঠিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তাৎপর্য কী হতে পারে?

৯। স্ব-অনুচিন্তনঃ

১. অংশগ্রহণকারীর শিখনফল অর্জন সফলতা কতটুকু?

২. অধিবেশনটি অংশগ্রহণমূলক হয়েছে কী?
পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথ ছিল কী? তা না হলে নতুন কী কাজ করা যেত?

দিন-৯

১। **শিরোনাম: শিশুর বর্ধন ও বিকাশের ধারণা এবং বিভিন্ন প্রকার বিকাশ।**

২। **মূলভাব:** মানুষের জীবনের সার্বিক বিকাশ বিবেচনায় শিশুর বিকাশের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বয়সে শিশুরা অনেকাংশে বড়দের উপর নির্ভরশীল থাকে। এই সময়েই শিশুর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও আবেগিক বিকাশ ঘটে থাকে। এ বয়সে শিশুর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন। শিশুর বিকাশ একটি ক্রমাগত চলমান প্রক্রিয়া। একদিনে বা একমূহুর্তে শিশুর বিকাশ হয় না। শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে শারীরিক, মানসিকবা বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক এবং ভাষাবৃত্তিক বিকাশ অন্যতম। এই সকল বিকাশ সঠিকভাবে হলে, একজন শিশু পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বড় হয়ে সমাজের সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। শিশু বিকাশের ক্ষেত্রগুলো একটি অপরটির সাথে পরস্পর সম্পর্কিত। একজন শিশুর শারীরিক বিকাশ যদি সঠিকভাবে না হয় তাহলে তার অন্যান্য বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে পারে, আবার মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণ না হলে সামাজিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে পারে। এজন্য বিকাশের প্রতিটি পর্যায় শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সকলের উচিত শিশু বিকাশের পর্যায়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা, শিশুকে পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করে দেয়া এবং তাকে স্বাধীনতা দেয়া যাতে তার বিকাশ বাধাগ্রস্থ না হয়।

৩। **সময় :** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। **শিখনফল :**এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) শিশুর বর্ধনও বিকাশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

(খ) শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন

(গ) শিশুর বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে সহায়তা দিতে পারেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

৫। **পদ্ধতি/কৌশল :** পোষ্টার পেপার, মার্কার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিজ্যুয়ালাইজার এবং তথ্যপত্র

৬। **সহায়ক সামগ্রী :** প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন, মুক্ত আলোচনা, বক্তৃতা, উপস্থাপন ও পঠন।

৭। **অধিবেশনের বিবরণ**

কাজ-১ : শিশুর বর্ধন, বিকাশ এবং বিকাশের ক্ষেত্র **সময়:** ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন করুন, শিশুর বর্ধন ও বিকাশবলতে তারা কী বোঝেন ?
- সকলের মধ্যে কয়েকজনের মতামত শুনুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ৪ টি দলে ভাগ করুন । প্রতি দলে শিশুর বর্ধনও বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যপত্র দিন।
- দলে আলোচনা করে বর্ধনও বিকাশ এবং এই দুটির পার্থক্য বুলেট পয়েন্টে পোস্টার/ল্যাপটপ-এ লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।
- এরপর শিশুর ক্রমবিকাশের ধাপ সমূহ অর্থাৎ একটি শিশু তার মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠছে - এসব বিস্তারিত আলোচনা করে সকলের ধারণা পরিষ্কার করুন।এবার তাদের বলুন শিশুর এই বিকাশকে আমরা বলে থাকি শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ এবং ভাষাবৃত্তীয় বিকাশ।

দিন-৯

কাজ-২ : শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশ, শিশুর আবেগিক ও সামজিক বিকাশ এবং ভাষার বিকাশ **সময়:** ৪০ মিনিট

- অংশগ্রহনকারীদের পুর্বের ৪ টি দলে কাজ করতে দিন ।
- এবার প্রথম দলকে শারীরিক বিকাশ, দ্বিতীয় দলকে মানসিক বিকাশ, তৃতীয় ও চতুর্থ দলকে যথাক্রমে শিশুর আবেগিক ও সামজিক বিকাশ এবং শিশুর ভাষার বিকাশ সম্পর্কে দলে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় কী কী তা পোষ্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রতিটি দলকে ৪ ধরনের বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যপত্র পড়তে দিন।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারনা পরিষ্কার করুন

৮। মূল্যায়ন: **সময়:** ৫ মিনিট

- অধিবেশনের বিষয়বস্তুর উপর কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যা তাদের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করবে যেমন:
  - * এই অধিবেশন থেকে আপনি কী শিখলেন?
  - * এই শিখন কি আপনার পেশাগত জীবনে কোনো প্রভাব ফেলবে?
  - * শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসাবে শিশুর সামজিক/মানসিক আবেগিক ও সামজিক/ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কী হওয়া উচিত ?

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

ক) অধিবেশনটি কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন, চিন্তা করুন।

খ) দলীয় কাজে সবার অংশগ্রহণ ছিল কি? কেউ নিষ্ক্রিয় থাকলে তার কারণ ভাবুন।